Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 81
Jan.-Mar. 2025
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-04-19
Published: 2025-08.10
DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v21i81.290

Toward Effective Implementation of Recognition and Evaluation of Qawmi Certificates: A Pragmatic Proposal

Abdullah Masum*
Yusuf Sultan**

Abstract

The Qawmi madrasa system is a long-standing and traditional educational model in Bangladesh. Each year, around 30,000 students complete their Dawrah-e-Hadith, contributing significantly to the moral foundation of society. Yet, they hold the capacity to contribute even more, which can be realized through full institutional recognition and practical validation of their education. Comparative research shows that Qawmi madrasas in neighboring countries—India, Pakistan, and Afghanistan—have received governmental recognition, with visible benefits. In Bangladesh, despite the 2017 declaration equating Dawrah-e-Hadith with a Master's in Islamic Studies and Arabic, students have yet to see meaningful advantages. The nation, too, remains largely unaffected by this recognition.This paper proposes that the Qawmi syllabus be restructured—without compromising its religious essence—to align with SSC, HSC, and Bachelor's equivalency. It recommends establishing a higher-level Qawmi Education Commission and ensuring each educational stage receives proper recognition. Such reforms would open pathways to higher education and employment at home and abroad, free from discrimination.By empowering this large and promising group, both the religious community and the nation can benefit immensely. The paper offers practical recommendations for curriculum reform and recognition, supported by a comparative analysis of similar institutions in the region. Preserving the distinctiveness of Qawmi education within a national framework can pave the way for new academic and social opportunities, enriching South Asia's traditional Islamic scholarship in a modern context.

Keywords: Qawmi Madrasa, Dawrah-e-Hadith, Recognition of Qawmi Certificate, Qawmi Curriculum, Education

* Mufti Abdullah Masum, CSAA, AAOIFI, Senior Deputy Mufti at the Department of Fiqh of Jami'ah Shariyyah Malibag, Dhaka, and Founder Director of IFA Consultancy Ltd. Research presenter at NACIF, E-mail: masum.jsmalibag@gmail.com

** Dr. Mufti Yousuf Sultan, CSAA (AAOIFI), CIFE, Visiting Lecturer, Universiti Sains Islam Malaysia; Founder and CEO of Adl Advisory, Malaysia; Co-founder and Director of IFA Consultancy Ltd.; E-mail: myousufs@gmail.com

কওমি সনদের যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির বাস্তবায়ন: একটি প্রায়োগিক প্রস্তাবনা

সারসংক্ষেপ

কওমি মাদরাসার শিক্ষা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী দাওরায়ে হাদীস শিক্ষা সমাপন করছেন। নৈতিক সমাজ বিনির্মাণে তাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। তবে তারা দেশ ও জাতির আরও অধিক সেবা করার সামর্থ্য রাখে। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এই সামর্থ্যকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের কওমি মাদরাসার শিক্ষাপদ্ধতি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং সেই স্বীকৃতির বাস্তব প্রতিফলনও রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ২০১৭ সালে দাওরায়ে হাদীসকে ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি বিষয়ে মাস্টার্স সমমান ঘোষণা করা হলেও দৃশ্যত এর কোনো সুফল শিক্ষার্থীরা পাচ্ছেন না। দেশ ও জাতিও এই স্বীকৃতি থেকে উপকৃত হচ্ছে না। এর প্রতিকার হলো—কওমি মাদরাসার সিলেবাসের মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে সিলেবাস পুনর্বিন্যাস করা, এম.এ.-এর মতো স্নাতক, এইচ.এস.সি. ও এস.এস.সি.-এর মান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে একটি উচ্চতর 'কওমি শিক্ষা কমিশন' গঠন করা। সেই সাথে শিক্ষার প্রতিটি স্তরই যেন যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়, যাতে দেশ ও বিদেশে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিত হয় এবং তাদের যোগ্যতানুযায়ী কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে কোনো বৈষম্য না থাকে। তবেই সম্ভাবনাময় এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে দীন-মিল্লাত ও দেশ আরও অধিক উপকৃত হবে। এ প্রবন্ধে কওমি শিক্ষার্থীদের সিলেবাস ও সনদের মানোন্নয়নের বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। গবেষণায় ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কওমি মাদরাসাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, কওমি শিক্ষার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে থেকেই এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব। এছাড়া প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবনাসমূহ কওমি শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে কেবল ত্বরান্বিতই করবে না, বরং উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইলমী সিলসিলাকে আধুনিক বাস্তবতায় আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

মূলশব্দ: কওমি মাদরাসা, দাওরায়ে হাদীস, কওমি সনদের স্বীকৃতি, কওমি শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা।

ভূমিকা

একটি জাতির বিকাশ ও টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে তার সঠিক জ্ঞানচর্চা ও আদর্শ শিক্ষার উপর। দেশের নাগরিকদের আদর্শ, উন্নত, নৈতিক মানসম্পন্ন, দক্ষ ও যুগসচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুশিক্ষার কোনও বিকল্প

নেই। এজন্যই শিক্ষার প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করেই ইসলামের প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে– *“পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন”* (al-Qur'ān 96:1)।

আদর্শ শিক্ষার অন্যতম পরিচয়– এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যা মানুষকে মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দা– উভয়ের হক আদায়ের শিক্ষা প্রদান করে। বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হলো– তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা হবে এমন, যাতে শিক্ষার্থীগণ জ্ঞানী হয়ে গড়ে উঠবে। সেই সাথে তারা সৎ ও উন্নত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আহৃত সুশিক্ষার আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

‘কওমি মাদরাসা শিক্ষা’ মূলত এমন আদর্শ শিক্ষারই একটি ধারা, যেখানে দেশ ও সমাজের প্রতি কল্যাণকামিতা যেমন শেখানো হয়, তেমনি মহান আল্লাহর যাবতীয় হক আদায়ের শিক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়।

বস্তুত, একটি জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ের তালিম দেওয়ার বিকল্প নেই। আর এই গুণের চর্চা কওমি মাদরাসায় অধিক গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দেওয়া হয়।

কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা মূলত ওহীভিত্তিক এবং ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। এটি কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং পার্থিব কল্যাণ, নৈতিকতা ও সামগ্রিক উন্নয়নের একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা।

পার্থিব ও অপার্থিব– উভয় জগতে মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের জন্য ওহীভিত্তিক জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির সোপান। যুগ যুগ ধরে কওমি মাদরাসা সে আলোর মশালই জ্বালিয়ে যাচ্ছে নীরবে-নিভৃতে।

এই মশালের প্রামাণ্যতা যদিও কোনও সার্টিফিকেট কিংবা সনদের উপর নির্ভরশীল নয়, তবে এর উপকারিতা দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণে আরও অধিক নিশ্চিত করার জন্য আনুষ্ঠানিক সনদ ও মূল্যায়নেরও বিকল্প নেই।

যদিও কওমি মাদরাসা দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, তবে এর সনদের সরকারি স্বীকৃতি এবং তা বাস্তবায়নের পথে এখনো বহু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো– কওমি মাদরাসার সনদের মূল্যায়ন ও তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপায় খুঁজে বের করা, যাতে এই শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনা আরও প্রসারিত হতে পারে এবং জাতির মেধা বিকাশ, নৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়।

গবেষণার সমস্যা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি ঐতিহ্যবাহী

শিক্ষাধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর ইতিহাস প্রায় তিন শত বছরের। এ দীর্ঘ সময়ব্যাপী এ সিলেবাস দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রেখে আসছে। সুদীর্ঘকালব্যাপী কওমি মাদরাসার এ বৃহৎ শিক্ষা কার্যক্রম সরকারি কোনো ধরনের সহযোগিতা ও স্বীকৃতি ছাড়াই পরিচালিত হয়ে আসছে ।

সম্প্রতি, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিষয়ে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এর যথাযথ মূল্যায়ন ও কার্যকারিতা এখনো দৃশ্যমান নয়।

সনদের স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপগুলো, যেমনঃ উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, উপযোগী সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে এর স্বীকৃতি প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত, কওমি শিক্ষার্থীরা তাদের মাস্টার্স সমমানের সনদ নিয়ে এখনো সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার মাস্টার্স, এম.ফিল বা পিএইচ.ডি করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

দ্বিতীয়ত, তাদের উপযোগী সরকারি বিভিন্ন চাকরি, যেমনঃ স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক পদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মডেল মসজিদ, কাজী পদ, অথবা অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির ক্ষেত্রে এই সনদ এখনও স্বীকৃত নয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিসিএস পরীক্ষায়ও তারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কওমি সনদের গ্রহণযোগ্যতা খুবই সীমিত।

এসব সমস্যার মূল কারণ হলো, সনদের স্বীকৃতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় কাঠামো এখনো তৈরি করা হয়নি। ফলে, কওমি সনদের কার্যকারিতা কেবল একটি কাগুজে স্বীকৃতিতে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ এর যথাযথ বাস্তবায়ন হলে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কওমি শিক্ষার্থীদের ভূমিকা আরও ব্যাপক হতো।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কওমি মাদরাসার সনদের যথাযথ মূল্যায়ন ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পথনির্দেশনা প্রদান করা। বিশেষত, দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল)-এর সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিষয়ে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতির কার্যকারিতা এবং এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা। সে লক্ষ্যে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

- **কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ**
  বর্তমান স্বীকৃতির সীমাবদ্ধতা এবং তা বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান বাধাগুলো চিহ্নিত করা।
- **কওমি শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি**
  কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা

এবং তাদের জন্য মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পথ অনুসন্ধান করা।

- **কর্মক্ষেত্রে কওমি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসার**
  বিশেষায়িত ক্ষেত্র ব্যতীত সরকারি ও বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মডেল মসজিদ, কাজী, এবং অন্যান্য ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষকের পদে কওমি সনদধারীদের সুযোগ অবারিত করা। সেনা, নৌ, পুলিশ এবং বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা।
- **কওমি সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন**
  দেশ ও বিদেশে কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কওমি মাদরাসার শিক্ষা ও কারিকুলামকে তাদের উপযোগী করে দেশীয় সরকারি স্বীকৃতি কীভাবে দেওয়া যায় তার প্রস্তাবনা তৈরি করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণাত্মক (qualitative research) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, যা কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও গৌণ–উভয় ধরনের তথ্য উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- **তথ্য সংগ্রহের উৎস**

কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন দেশের কওমি মাদরাসার সনদসংক্রান্ত বিভিন্ন ডকুমেন্ট, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সরেজমিনে পাকিস্তানের কওমি মাদরাসাসমূহ সফর করা, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ (comparative analysis)**

গবেষণায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে কীভাবে এই সনদ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাবনা কী, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- **তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি**

সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (thematic analysis) পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এতে গবেষণার মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন: সনদের স্বীকৃতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সাইন্স বিভাগের অধ্যাপক মুমতাজ আহমেদ তাঁর Madrassa Education in Pakistan and Bangladesh নামক প্রবন্ধে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও কাঠামোগত পর্যালোচনার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

লেখকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, উপমহাদেশের মাদরাসাগুলো শুধু ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ইসলামী চিন্তা ও সভ্যতার বাহক এবং প্রজন্মান্তরে তা রক্ষার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতীক, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুসলমানদের আত্মরক্ষার মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত।

মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যক্রম হিসেবে দারস-ই-নিজামীকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে হাদীস, ফিকহ, তাফসিরের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মতো বিষয়ের অবস্থান রয়েছে। তবে লেখক মনে করেন যে, এই পাঠ্যক্রমের একটি বড় অংশ মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে প্রণীত হওয়ায় বর্তমান সময়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক চাহিদা পূরণে তা পরিপূর্ণভাবে সক্ষম নয়। বিশেষ করে গণিত, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানচর্চায় অনীহা থাকার ফলে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা পেশাগত প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

মাদরাসা পরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্যও গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। পাকিস্তানে কিছু মাদরাসা রাষ্ট্রীয় জাকাত ফান্ড থেকে সহায়তা পেলেও বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলো সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোগ ও ধর্মীয় অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। এই আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনতা দিলেও পাঠ্যক্রম ও দক্ষতা উন্নয়নে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।

লেখক মাদরাসাসমূহকে কেবল জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়, বরং 'সামাজিক রক্ষণশীলতা'র ধারক হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। এখানে শিক্ষার্থীদের কেবল ধর্মীয় অনুশাসনে দীক্ষিত করা হয় না, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথেও সীমিত পরিসরে তাদের সম্পৃক্ততা রাখা হয়।

মুমতাজ আহমদের মতে, মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সিলেবাসে যুগোপযোগী জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্তি, নীতিনির্ধারক সংলাপ এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন (Ahmad, 2002)।

'Creating a Practicing Muslim: A Study of Qawmi Madrasah in Bangladesh'- শীর্ষক গবেষণাপত্রে বাংলাদেশের কওমি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জীবন গঠনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকের মতে, কওমি মাদরাসাগুলো শিক্ষার্থীদের কেবল ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের সুযোগই প্রদান করে না, বরং তাদেরকে একজন 'প্র্যাকটিসিং মুসলিম' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম, পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধতির একটি সম্মিলিত কাঠামো গড়ে তোলে।

এই কাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, তাকওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন দিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিকশিত হয়। মাদরাসাগুলোর পাঠ্যক্রম মূলত হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও আরবি সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা দেওবন্দি শিক্ষাধারার অনুসরণে প্রণীত। তবে লেখকের মতে, আধুনিক বিষয়–যেমন ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কিংবা কম্পিউটার শিক্ষার অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মূলধারার কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, কওমি মাদরাসার শিক্ষণপদ্ধতি মূলত মুখস্থকরণ ও শ্রবণনির্ভর; যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক একটি গভীর আধ্যাত্মিক বন্ধনে গঠিত। শিক্ষকগণ শুধুমাত্র জ্ঞানদাতা নন, বরং তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকের ভূমিকাও পালন করেন। এই সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদব, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে।

তবে গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- শিক্ষার্থীদের সমাজে পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তির সীমিত সুযোগ, সরকারি স্বীকৃতির কাঠামোর দুর্বলতা এবং আধুনিক দক্ষতা অর্জনের সীমাবদ্ধতা। ফলে কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের সম্মুখীন হন।

লেখক সুপারিশ করেছেন, কওমি মাদরাসার পাঠ্যক্রমে সীমিত আকারে আধুনিক বিষয় সংযোজন, প্রযুক্তি-সহায়ক শিক্ষণপদ্ধতির ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কাঠামোকে অধিকতর কার্যকর করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি ও কর্মজীবনে আরও সুসংহত সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব (al-Hasani et al. 2017)।

'Future of Madrasa Education in Bangladesh: Between Competition, Integration and Modernisation' শীর্ষক প্রবন্ধে Charza Shahabuddin কওমি মাদরাসা ব্যবস্থাকে ধর্মীয় শিক্ষার একটি শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে তুলে ধরেছেন। যা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আধুনিক শিক্ষানীতির বাইরে থেকে একটি নিজস্ব আদর্শিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে এসেছে।

কওমি মাদরাসার স্বাতন্ত্র্যের মূল ভিত্তি হিসেবে লেখক তুলে ধরেছেন ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রশ্ন, যা আলিয়া ধারার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর বিপরীতে কওমি ধারার আত্মপরিচয়কে জোরদার করে। এই আত্মপরিচয় কেবল পাঠ্যক্রম বা কারিকুলামভিত্তিক নয় বরং একটি আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থানেরও বহিঃপ্রকাশ।

Shahabuddin দেখিয়েছেন, কওমি ধারার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় দৃঢ়, তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও কৌশলী, নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত পন্থা অবলম্বন করছে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের সরকার কওমি শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান করে–এই ঘটনাকে লেখক কেবল প্রশাসনিক সমন্বয় হিসেবে দেখেননি, বরং এটিকে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক স্বীকৃতি সূচক সমঝোতা হিসেবে

ব্যাখ্যা করেছেন। এই স্বীকৃতি অনেকাংশে প্রতীকী এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তার মতে, এর মাধ্যমে কওমি মাদরাসা রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রবেশ করলেও, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিগত সংস্কারে তাদের অবস্থান রক্ষণশীলই থেকে গেছে।

Shahabuddin তার প্রবন্ধে দাবি করেছেন, কওমি মাদরাসায় প্রাথমিকভাবে কুরআন-হাদীসের পাঠদান, ফিকহ শাস্ত্র, আরবি ব্যাকরণ এবং ইসলামী ইতিহাস ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হলেও শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাংলা ভাষায় দুর্বলতা, ইংরেজিতে প্রায় শূন্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-গণিতের মৌলিক ধারণার অভাব রয়েছে শিক্ষার্থীদের। আরবি ভাষায় পারদর্শিতা থাকলেও তা কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, যা কওমি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগকে সংকুচিত করেছে।

লেখকের দাবি, কওমি মাদরাসায় নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধা অনেকাংশে সীমিত। নারীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলো প্রায়শই গৃহকর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যা তাদের ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাকে সংকীর্ণ করে তোলে।

এছাড়া, বাল্যবিবাহের উচ্চহার, কর্মসংস্থানের সংকট এবং শিক্ষার মাঝপথে ঝরে পড়ার প্রবণতা নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে আরও সংকটাপন্ন করে তোলে।

তার মতে, কওমি মাদরাসার অর্থনৈতিক কাঠামোও একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। অনুদানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই অর্থসংকটে ভোগে, যা শিক্ষার গুণগত মানকে ব্যাহত করে। পাশাপাশি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, পাঠদানের আদ্যোপান্ত গতানুগতিক পদ্ধতি এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অনুপস্থিতি শিক্ষার পরিবেশকে ব্যাহত করে। তার মতে, এই ধারার বিস্তার ঘটেছে মূলত স্বল্প খরচে শিক্ষক নিয়োগ এবং নিম্নমানের ভবন নির্মাণের সুবিধার কারণে।

লেখক দাবি করেছেন, মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে এখনো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এর প্রধান কারণ হলো, মাদরাসাগুলোর বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা, তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার মান, সুযোগ এবং ফলাফলে বৈষম্য বিদ্যমান।

তাই, লেখক উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা, মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাল্যবিবাহ রোধে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এসবের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেছেন (Shahabuddin 2025)।

কওমি মাদরাসার পরিচয়

‘কওম’ একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ–জাতি, জনগণ। ‘কওমি’ অর্থ–জাতীয়। (Bangla Academy 2003, 205)। ‘মাদরাসা’ শব্দটিও আরবি। এর অর্থ হলো–বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং, কওমি মাদরাসা মানে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেহেতু কওমি মাদরাসা মুসলিম জাতির কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত, এবং ঐতিহ্যগতভাবেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুদানের পরিবর্তে মুসলিম জাতির সার্বিক সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়, তাই এই ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ‘কওমি মাদরাসা’ বলা হয়।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এই শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক মত অনুযায়ী–এটি মূলত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭৬২ খ্রি./১১৭৬ হি.) রহ. প্রণীত একটি সিলেবাস ছিলো, যা মূলত পূর্ব থেকে চলে আসা সিলেবাসেরই পরিমার্জিত রূপ। মূলত সে সময়ের দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেই সিলেবাসই প্রচলিত ছিলো।

কারো কারো মতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এর সমসাময়িক প্রখ্যাত আলেম মোল্লা নিজামুদ্দীনের (মৃ. ১১৬১ হি.) নামানুসারে এটিই “দরসে নিজামী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে তার উপর ভিত্তি করে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ একটি সিলেবাস প্রতিষ্ঠা করেছে (Darul Uloom Deoband, 2025)।

আবার কারো কারো মতে, দারুল উলূম দেওবন্দসহ এ ধারার কওমি মাদরাসাসমূহের শিক্ষা সিলেবাস ভারতের লখনৌ অন্তর্গত ‘ফিরিঙ্গি মহলের’ তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক আলেম নিজামউদ্দীন ফিরিঙ্গি মহল্লী সাহালবী (মৃ. ১৭৪৮ ঈ.) এবং তার পিতা মোল্লা কুতুবউদ্দীন শহীদ (মৃ. ১৬৯২ ঈ.) এর প্রণীত সিলেবাস অনুসরণে পরিচালিত হয়ে আসছে। যদিও সময়ে সময়ে এতে নানা পরিমার্জন করা হয়েছে (Nu‘mānī 1955, 105; al-Ḥasanī 1992, 6:240, 396; Anṣārī 1973, 261; Qāsimī 2016, 203)।

তবে, অনেক গবেষকের মতে, নিজামুদ্দীন সাহালবী রহ. থেকে এমন কোনো নেসাব বা সিলেবাস ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়, যাকে “দরসে নিজামী” বলা যেতে পারে। আর বাস্তবে তিনি এমন কিছু প্রণয়ন করে থাকলেও তার কোনো নির্দিষ্ট রূপবান্বিভুক্ত প্রতিলিপি পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায়নি (Kandhlavī 1446 AH, 93–95)।

বস্তুত, দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পরে সে সময়ের প্রসিদ্ধ চারটি জ্ঞানকেন্দ্রে চর্চিত সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। চারটি জ্ঞানকেন্দ্র হলো–দিল্লি কলেজ, ফিরিঙ্গি মহল (লখনৌ)-এর উলামা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ও তার অনুসারীগণ এবং খায়রাবাদের উলামায়ে কেরাম (Ibid)।

এই আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, কওমি মাদরাসা শিক্ষার এ ধারা প্রায় তিন শত বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। শত শত বছর যাবৎ এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো বিচ্ছুরণ করে যাচ্ছে। যদিও সময়ের প্রয়োজনে উক্ত সিলেবাসে নানা পরিমার্জন সাধিত হয়েছে, যা এখনো চলমান।

কওমি মাদরাসার শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য–একজন শিক্ষার্থীকে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ইসলামী জীবনপদ্ধতি অনুসারে গড়ে তোলার উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা, এবং সরাসরি কুরআন ও হাদীসের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলা। আর কুরআন ও হাদীসের ভাষা যেহেতু আরবি, তাই কওমি মাদরাসায় আরবি ভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে সামগ্রিকভাবে একজন শিক্ষার্থীকে শরিয়াহর জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলাই কওমি মাদরাসার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে বাংলা, অংক, ইংরেজি, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞানসহ জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ও সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কওমি মাদরাসার শিক্ষা কারিকুলাম সমাপ্ত করার মাধ্যমে দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) পাশ করে একজন শিক্ষার্থী একাডেমিকভাবে সমাজে ‘আলেম’/‘মাওলানা’ হিসেবে পরিচিত হন। যদিও সত্যিকার আলেম হওয়ার জন্য নিরন্তর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই।

এ ধারায় আরও উচ্চতর সিলেবাস তথা তাকাস্‌সুসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ-ফাতাওয়া, উসূলে ফিকহ, আরবি সাহিত্য, দাওয়াহ, ইতিহাস, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় উচ্চতর পড়াশোনার অন্তর্ভুক্ত।

‘আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি‘আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ’-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে দাওরায়ে হাদীস পর্যায়ের নিবন্ধিত কওমি মাদরাসার সংখ্যা ২৮৮৫টি। ২০১৭ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সোয়া দুই লক্ষাধিক (২,৩৫,৭৪৯ জন) শিক্ষার্থী আল-হাইআতুল উলইয়ার অধীনে দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন (al-Haiatul Ulya 2025)। এর মধ্যে ২০২৫ ঈসায়ি সনে ছাত্র-ছাত্রী মিলে দাওরায়ে হাদীসের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৩২,৭১৪ জন।[১]

বাংলাদেশের কওমি মাদরাসার সনদ: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

- **কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদীস**

কওমি মাদরাসার আলেম/মাওলানা কোর্সের সর্বোচ্চ একাডেমিক প্রোগ্রাম তাকমীল বা দাওরায়ে হাদীস নামে পরিচিত। এক বছর মেয়াদী তিন সেমিস্টার নিয়ে গঠিত। এই প্রোগ্রামে হাদীসের মৌলিক দশটি গ্রন্থ তথা– ‘সহীহ বুখারী’, ‘সহীহ মুসলিম’, ‘জামে তিরমিযী’, ‘সুনানে আবু দাউদ’, ‘সুনানে নাসাঈ’, ‘সুনানে ইবনে মাজাহ’, ‘শরহু

---

[১] . আল-হাইআতুল উলইয়ার অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১০ এপ্রিল ২০২৫ ঈ. https://www.facebook.com/share/p/1A685YUoQB/

মা'আনিল আছার', 'শামায়েল তিরমিযী', 'মুয়াত্তা মালেক' ও 'মুয়াত্তা মুহাম্মাদ' বিস্তারিত পর্যালোচনাসহ পূর্ণাঙ্গ পাঠ দেওয়া হয়।

কোনো প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি আরবি কিতাব থেকে পাঠদান করা হয়। হাদীসের ব্যাখ্যামূলক দরসে মৌলিকভাবে যেসব বিষয় থাকে তা হলো–

১. হাদীসের বিশুদ্ধ পাঠ।
২. ইলমে হাদীসের মূল নীতি।
৩. হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের পদ্ধতি।
৪. হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের জীবনী।
৫. হাদীসের আলোকে তাফসীর বা কুরআনুল কারীমের বিশদ ব্যাখ্যা।
৬. হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক ফিকহের আলোচনা।
৭. হাদীসকে কেন্দ্র করে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনা।
৮. বর্তমান যুগে হাদীসের প্রয়োগ।
৯. হাদীসের আলোকে একটি সুস্থ, সুন্দর, বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের দীক্ষা।
১০. অংশগ্রহণমূলক প্রকৃত 'আদল' ও 'ইনসাফ'-এর অর্থনীতির শিক্ষা।
১১. মানব রচিত মতবাদের অসারতা।
১২. হাদীস থেকে আহৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি ও নৈতিকতার সবক।
১৩. ইসলামের ইতিহাস, তাহযীব ও তামাদ্দুনের চর্চা।
১৪. ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের আদর্শিক রূপরেখা।
১৫. একজন আদর্শ সমাজসেবী, নেতা ও দিকনির্দেশক হয়ে ওঠার সবক।
১৬. এছাড়াও রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত যেসব বিভাগ রয়েছে, সেসব বিষয় নিয়েও থাকে বিশেষ আলোচনা।

- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ-এ এম.এ. বা মাস্টার্স**

কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ-এ এম.এ. বা মাস্টার্স ডিগ্রিও মূলত এক বছরের একাডেমিক প্রোগ্রাম। তাতে দুটি সেমিস্টার রয়েছে যা দুটি গ্রুপে বিভক্ত। শিক্ষার্থীদেরকে দুটি গ্রুপের মধ্যে যেকোনও একটি গ্রুপ বেছে নিতে হয়। প্রতিটি গ্রুপে রয়েছে ৮টি কোর্স।

গ্রুপ 'এ'-এর প্রতি সেমিস্টারে মোট ৪টি হাদীসের কিতাব পড়ানো হয়।

গ্রুপ 'বি'-তে কেবল দুটি হাদীসের কিতাব পড়ানো হয় (University of Dhaka 2018, 24–26)।

- **মাদরাসায়ে আলিয়া, ঢাকার কামিল (হাদীস)**

মাদরাসায়ে আলিয়া, ঢাকার কামিল (হাদীস) দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। সাধারণত এটি দু'বছরের প্রোগ্রাম। প্রতি বছরে ৪টি পত্র রয়েছে। দুই বছরে মোট ০৮টি পত্রে মোট ০৬টি হাদীসের কিতাব পড়ানো হয় (Madrasa-e-Alia Dhaka 2025)।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

তাহলে দেখা যাচ্ছে–হাদীসের কিতাব পাঠদানের দিক থেকে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সিলেবাস তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ। এখানে ১০টি হাদীসের কিতাব পূর্ণাঙ্গভাবে পাঠদান করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিটি কিতাবের হাদীসের বিশুদ্ধতা, ফিকহি আলোচনা, সমাজ বিনির্মাণ, নৈতিকতা, অর্থনীতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি প্রায়োগিক দিকও পাঠদানে অন্তর্ভুক্ত থাকে–যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পূর্ণতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ-এ এম.এ. ডিগ্রিতে অনুপস্থিত। সেখানে হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে কেবল কয়েকটি অধ্যায় পড়ানো হয়; পূর্ণাঙ্গ পাঠ নয়। বস্তুত, উক্ত এম.এ. ডিগ্রি মূলত সরাসরি হাদীসের উপর নয়, বরং আরও ব্যাপকভাবে ইসলামিক বিষয়ের উপর। এজন্য তাতে হাদীসের পাশাপাশি তাফসীর, তারীখ ইত্যাদি বিষয়ও রয়েছে, যা দাওরায়ে হাদীসেও রয়েছে। তবে সেগুলো কওমি মাদরাসায় আরও আগে–স্নাতক পর্যায়ে বা তারও আগে পড়ানো হয়।

তেমনিভাবে, কামিল (হাদীস)-এর তুলনায়ও হাদীসে পাঠ বেশি হয়ে থাকে দাওরায়ে হাদীসে।

যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ডিগ্রি এবং কামিল পাঠ্যসূচিতে গবেষণা, ক্রেডিট সিস্টেম এবং কিছু আধুনিক বিষয় (যেমন: বিজ্ঞান ও ইসলাম) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু হাদীস অধ্যয়নের ব্যাপকতা, গভীরতা, আরবী ভাষা এবং প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় দাওরায়ে হাদীসের সিলেবাস উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী। অবশ্য আমরা এই ভালো দিকগুলো দাওরায়ে হাদীসের সিলেবাসেও যুক্ত করার পক্ষে।

মোটকথা, সামগ্রিকভাবে হাদীস, ইসলামী জ্ঞান ও আরবী ভাষায় দাওরায়ে হাদীসের সিলেবাসের গুণগত মান উপরোক্ত বিভিন্ন বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ) এবং কামিল (হাদীস) এর সিলেবাসের তুলনায় বেশ সমৃদ্ধ।

উল্লেখ্য, এই তুলনা কেবল আলোচ্য ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; ব্যাপকভাবে নয়।

একারণে যৌক্তিকভাবেই দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরামের দাবি ছিল, কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদীস তথা তাকমীলের উক্ত পড়াশোনাকেই ইসলামিক স্টাডিজ ও অ্যারাবিকের মাস্টার্স সমমান ঘোষণা করা– যেন দেশ ও সমাজের প্রতি আলেমদের অবদান আরও বিকশিত ও বেগবান হয়। তারা যেন দেশ বিনির্মাণে আরও সুদৃঢ় অবদান রাখতে পারে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান–উভয় দেশেই এটি মাস্টার্স সমমান বলে বিবেচিত। যদিও দারুল উলূম দেওবন্দে তা 'বিএ' সমমান বলে বিবেচিত হয় (Dār al-ʿUlūm Deoband, 2025)।

বাংলাদেশের কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি: ফিরে দেখা

সুদীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত দাবির পক্ষে নিরন্তর প্রচেষ্টার পর, ১৩ এপ্রিল ২০১৭ ইং তৎকালীন সরকার প্রথম দাওরায়ে হাদিস তথা তাকমীলের সনদকে আরাবিক ও ইসলামিক স্টাডিজ-এ মাস্টার্স সমমানের ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। যার মূল ভাষ্য ছিলো এমন:

> *"কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও দারুল উলুম দেওবন্দের মূল নীতি সমূহকে ভিত্তি ধরে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি)-এর সমমান প্রদান করা হলো।"*

এরপর ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে উক্ত গেজেট আইনে রূপান্তর করে আইন প্রকাশ করা হয়। এর মূল ভাষ্য নিম্নরূপ:

> *"শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৪-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৩০.০০.০০০০.১১৮.২০.০০৫.১৭-১২১ নম্বর স্মারক মোতাবেক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও দারুল উলূম দেওবন্দের মূল নীতি সমূহকে ভিত্তি ধরিয়া গঠিত কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল)-এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি)-এর সমমান এমনভাবে প্রদান করা হইল যেন উহা এই আইনের অধীন প্রদান করা হইয়াছে।"*

বর্তমানে উক্ত স্বীকৃতির প্রয়োগ: সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

প্রায় আট বছর আগে কওমি সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর কার্যকর কোনো প্রয়োগ এখনো দৃশ্যমান নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সনদকে স্বীকৃতি দেওয়ার দুটি প্রয়োগ পাওয়া যায়ঃ

১. এই সনদের ভিত্তিতে উচ্চতর পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হওয়া।

২. কর্মক্ষেত্রে এর উপযোগী স্বীকৃতি থাকা।

কিন্তু বিগত আট বছরেও উপরের উভয় ফলাফলের একটিও কওমি সনদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি।

এখন পর্যন্ত কওমি মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করা কোনো শিক্ষার্থী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার মাস্টার্স, এমফিল বা পিএইচ.ডি.-র সুযোগ পাচ্ছেন না। এ ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মপদ্ধতি নানা রকম।

আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন: ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স, উত্তরা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি) উক্ত সনদ দিয়ে সরাসরি মাস্টার্স করার সুযোগ দিচ্ছে।

আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি) উক্ত সনদ দিয়ে অনার্স করার সুযোগ দিচ্ছে।

বহির্বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোতেও উক্ত স্বীকৃতির কার্যকারিতা খুব একটা প্রমাণিত নয়। বাইরে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত সনদ দিয়ে মাস্টার্স বা পিএইচ.ডি. করার সুযোগ দিলেও তা একদিকে যেমন স্কলারশিপের আওতাভুক্ত হয় না, অপরদিকে আছে নানা জটিলতা।

এক কথায়, দেশ বা বিদেশে বিদ্যমান সনদের যথাযথ মান সাধারণত স্বীকৃত নয়। সরকারি বা বেসরকারি কোনো চাকরিতে উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যেসব পদ রয়েছে, যেমন: সরকারি মসজিদের ইমাম-খতিব, কাজী পদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী, পুলিশ-বিজিবি সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষক পদ ইত্যাদিতে–এগুলোতেও উক্ত সনদের স্বীকৃতির তেমন প্রভাব দেখা যায় না।

বিসিএস পরীক্ষায়ও উপযুক্ত পদে অংশগ্রহণ করা যায় না।

ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে–উক্ত স্বীকৃতি অনেকাংশে কেবল একটি কাগুজে স্বীকৃতি হয়েই রয়ে গিয়েছে। দৃশ্যমান এর কার্যকারিতা অনুপস্থিত।

এক কথায়, ২০১৭ সালে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, এর বাস্তবায়ন এখনও সীমিত।

এর কারণ হিসেবে বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে এই সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

- **স্বীকৃতির সীমাবদ্ধতা**

যদিও কওমি মাদরাসার সনদকে সরকারিভাবে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, তবুও এর পরবর্তী বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনও কোনো সুস্পষ্ট ও কার্যকর সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয়নি। ফলে উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত অঙ্গনে এই সনদের মূল্যায়নে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে; দেখা দিচ্ছে বিভ্রান্তি।

বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই স্বীকৃতিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করছে, আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নেতিবাচক। একইভাবে, সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রেও এই সনদের স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের বিরূপতা।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জাতীয় সংসদের মতো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন প্রণীত হওয়ার পরেও, দীর্ঘ আট বছর পেরিয়ে গেলেও এর প্রয়োগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি। শিক্ষানীতিতে এ ধরনের বৈষম্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং দুঃখজনক দৃষ্টান্ত।

ফলে কওমি মাদরাসা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মেধাবী শিক্ষার্থী উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন, যা জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের পথে এক গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দ্রুত সুসংহত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

- **কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি**

কর্মক্ষেত্রে কওমি সনদের স্বীকৃতির অভাবও একটি বড় সমস্যা হিসেবে গবেষণায় উঠে এসেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মডেল মসজিদ এবং সরকারি ধর্মীয় শিক্ষক পদগুলোতে কওমি মাদরাসার সনদধারীরা খুবই সীমিত সুযোগ পাচ্ছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং বিশেষ করে কাজী পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই কওমি সনদধারী।

- **উচ্চশিক্ষার অভাব**

কওমি মাদরাসার সনদধারীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে এবং দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাচ্ছেন না। পাকিস্তান, ভারত এবং আফগানিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে কওমি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ নেই, যা মেধার সঠিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

- **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাব**

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কওমি মাদরাসার সনদ স্বীকৃতি লাভ করেনি। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে এই সনদের মূল্যায়ন সেভাবে হয়নি, যা কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

কওমি সনদের স্বীকৃতির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে যেসব সম্ভাবনা তৈরি হবে

উক্ত স্বীকৃতিকে যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়–অর্থাৎ, পঠিত বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে তার যথাযথ মূল্যায়ন–তাহলে এতে যেসব উপকার সাধিত হবে:

১. কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মেধা বিকাশের সুযোগ পাবে, যা দেশ ও জাতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। স্বভাবগতভাবেই কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীগণ সহশিক্ষার পরিবেশে পড়াশোনা করেন না। তাই তাদের মেধার বিকাশ হয় সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল। ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তাদের জন্য অবারিত হলে, এটি সবার জন্যই অভূতপূর্ব কল্যাণ বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

২. কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের পদচারণা থাকলে সেগুলো আরও নৈতিক ও সুন্দর হবে। যেমন: কাজী পদ, স্কুল, কলেজ ও সামরিক বাহিনীর ইসলামী শিক্ষক ইত্যাদি, এবং বিসিএস-এ অংশগ্রহণ করে দেশের সেবা করার সুযোগ তৈরি হবে।

৩. ওহি ভিত্তিক যে শিক্ষা, তার মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সত্যিকার কল্যাণ। এ ধরনের একটি শিক্ষাকে যথাযথ মূল্যায়ন করলে সেটি দেশের সমাজ ও অর্থনীতি বিনির্মাণে জোরালো ভূমিকা রাখবে।

৪. দুর্নীতিমুক্ত নৈতিক সমাজ বিনির্মাণে নিঃসন্দেহে কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীগণ তুলনামূলক অনেক বেশি ভূমিকা রাখবে। কারণ, কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীগণ স্বভাবতই ধর্মীয় নৈতিকতায় বিশ্বাসে গড়ে ওঠেন, যা একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে খুবই জরুরি।

সর্বোপরি, এই স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে, কওমি মাদরাসার সনদ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কওমি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি খাতে কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ বাড়ালে, তারা দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সনদের স্বীকৃতি পেলে, বৈশ্বিকভাবে তাদের প্রতিযোগিতা করার সুযোগ তৈরি হবে।

পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের কওমি মাদরাসার তুলনামূলক পর্যালোচনা

কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সনদের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত এবং আফগানিস্তানের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন উদাহরণ সংশ্লিষ্ট নানা ডকুমেন্টস থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এসব দেশের কওমি মাদরাসাগুলো মূলত দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ অনুসরণ করে পরিচালিত হয়, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। তাদের সকলের নেসাবের মূল ভিত্তি দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তা-ভাবনা এবং 'দরসে নেযামী' র শিক্ষাসিলেবাস, যা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়েছে।

সরকারি স্বীকৃতি ও বিভিন্ন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কওমি মাদরাসার এফিলিয়েশন প্রসঙ্গে–বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের অভিন্ন ধারার কওমি মাদরাসাসমূহের পদ্ধতি প্রায় একই। সকলেই তাদের দেশের সরকারি একাডেমিক স্বীকৃতিকে মূল্যায়ন করে থাকে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগও করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এফিলিয়েশনও করে থাকেন, যা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ অবারিত করছে এবং তাদের কর্মস্থলেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাসমূহ। যা ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কওমি মাদরাসাসমূহের অভিন্ন ধারা, সিলেবাস ও চিন্তা লালন করা সত্ত্বেও–এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ এখনো অনেক পিছিয়ে।

বাংলাদেশে কওমি মাদরাসাসমূহের না আছে পূর্ণাঙ্গ সরকারি স্বীকৃতি, না আছে মূল্যায়ন, না আছে দেশ ও বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এফিলিয়েশন। দু'একটি প্রাইভেট মাদরাসা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এফিলিয়েশন করে থাকলেও উল্লেখযোগ্য হারে সেটি দৃশ্যমান নয়। বিশেষ করে দেশের ঐতিহ্যবাহী বড় বড় মাদরাসাগুলো এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর কোনো উদ্যোগও দৃশ্যমান নয়।

পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানে কওমি মাদরাসাসমূহের সিলেবাস বাংলাদেশের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। সর্বশেষ (মে, ২০২৪) সিদ্ধান্ত অনুসারে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের 'নেসাবে তালিম' ছেলেদের জন্য মোট ১৮ বছর ও মেয়েদের জন্য ১৬ বছর। এই শিক্ষা কাঠামো দুই ভাগে বিভক্ত:

এক. জাগতিক শিক্ষা

এই অংশে দীনি শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষাও প্রদান করা হয়, যা মেট্রিক পর্যন্ত দশ বছরে সম্পন্ন হয়। এটি তিন স্তরে বিভক্ত। যথা:

১. **প্রাইমারী / ইবতেদায়িয়্যাহ**
এটি ৫ বছরের নেসাব। বেফাকের পক্ষ থেকে এই স্তরের সিলেবাস এখনো প্রস্তুত না হওয়ায়, এ ক্ষেত্রে সরাসরি আঞ্চলিক সরকারি টেক্সটবুক অনুসরণ করা হয়।

২. **মুতাওয়াসসিতা / মিডল স্টেজ**
এটি তিন বছরের নেসাব। এর মাঝে প্রথম ২ বছর সরকারি পাঠ্যবই অনুসরণ করা হয়; ৩য় বছর বেফাকের নেসাব অনুসৃত হয়।

৩. **সরকারি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য ২ বছর বরাদ্দ।**
এই হল মোট: ১০ বছর।

সরকারি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে শুরু হয় মূল দরসে নেযামী। এ স্তরে কোনো প্রকার জাগতিক বিষয়–যেমন: ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি নেসাবভুক্ত থাকে না। জাগতিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় পড়াশোনা এর আগেই শেষ করে নেয়া হয়।

সম্প্রতি পাকিস্তানের দারুল উলূম করাচী সফরে দেখা গেছে, সরকারি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে দারুল উলূম করাচির দরসে নেযামীতে ভর্তির সুযোগ নেই। অন্তত স্বীকৃত ম্যাট্রিক সমমানের সার্টিফিকেট থাকতে হবে দরসে নেযামীতে প্রবেশ করতে হলে (Dār al-ʿUlūm Karachi 2025)।

দুই. দরসে নেযামী

ছেলেদের ক্ষেত্রে ৮ বছর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ৬ বছরে সম্পন্ন হয়। দরসে নেযামী মোট চারটি মারহালা / শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:

ক. সেকেন্ডারী স্টেজ (আম্মাহ / এস.এস.সি.)

খ. ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ (খাসসাহ / এফ.এ)

গ. গ্রাজুয়েশন স্টেজ (আলিয়া / বি.এ.)

ঘ. পোস্ট গ্রাজুয়েশন / মাস্টার্স (আ'লামিয়া / এম.এ.)

এই প্রতিটি বিভাগ আবার দুই বছরে বিভক্ত। সবমিলিয়ে দরসে নেযামীর সময়কাল মোট ৮ বছর। আর মেয়েদের জন্য ৬ বছর। তাদের 'সেকেন্ডারী' বা 'আম্মাহ স্টেজ' নেই। খাসসাহ, আলিয়া ও আলামিয়া–এই তিন স্তরে মোট ৬ বছরেই তাদের দরসে নেযামীর পাঠ শেষ হয় (Darul Uloom Karachi 2025)।

দারুল উলূম করাচির একটি ব্যতিক্রম বিষয় হলো, সেখানে দাওরায়ে হাদীস তথা মাস্টার্স সম্পন্ন করার জন্য ৫০ পৃষ্ঠার একটি রিসার্চ পেপার লিখতে হয়।

সনদের স্বীকৃতি ও সরকারি সমতুল্যতা

পাকিস্তানে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে ১৯৮২ সালের ১৭ নভেম্বর University Grants Commission (UGC) / বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক 128/Acad/8-4 ধারার অধীনে আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজে এম.এ. সমমানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় (Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan 2025)।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে UGC গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০২-এ তা *Higher Education Commission (HEC)* নাম ধারণ করে। তখন পুনরায় 'শাহাদাতুল আ'লামিয়া' তথা দাওরায়ে হাদীসকে এম.এ. সমমান ঘোষণা করে।

বর্তমানে পাকিস্তানে কওমি মাদরাসা থেকে কোনো শিক্ষার্থী ১৮ বছরের দাওরায়ে হাদীস সিলেবাস সম্পন্ন করলে তাকে HEC থেকে অ্যারাবিক ও ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স সমমানের সনদ (Equivalence Letter) প্রদান করা হয়, যা *Shahadatul Alamiya Fil Ulumil Arabiyya wal Islamiyya* নামে পরিচিত।
তেমনি করে ১৬ বছরের সিলেবাস অর্থাৎ ফযিলত সম্পন্ন করলে তাকে HEC থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, যা *Shahadatul Alia Fil Ulumil Arabiyya wal Islamiyya* নামে পরিচিত। উক্ত সার্টিফিকেটগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য।

যেসব মাদরাসা তাদের ছাত্রদের এই সনদ প্রদান করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে HEC-এর তালিকাভুক্ত হতে হয়। উক্ত দুটি সনদের শিক্ষামেয়াদ অন্তত দুই বছর করে হওয়া বাধ্যতামূলক।

পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও ২০০২ সালে 'শাহাদাতুল আ'লামিয়া' তথা দাওরায়ে হাদীসকে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজে এম.এ. সমমানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং এই সনদের ভিত্তিতে বেফাকুল মাদারিসের অধীনে শিক্ষা সমাপনকারীদের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে (Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan 2025)।

স্নাতকের নিচে সেখানে আরও দুটি সনদ সরকারিভাবেই স্বীকৃত হয়। এটি সানাবিয়া খাসসাহ (Sanviya Khasa) ও সানাবিয়া আম্মাহ (Sanviya Aama) নামে পরিচিত। প্রথমটি মাধ্যমিক স্তর / এস.এস.সি. / মেট্রিক এবং দ্বিতীয়টি উচ্চমাধ্যমিক স্তর / এইচ.এস.সি. / ইন্টারমিডিয়েট সমতুল্য।

উক্ত দুটি স্তরের সমতুল্য সনদ (The Equivalence certificate) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আইবিসিসি (Inter Board Coordination Commission) থেকে প্রদান করা হয়।

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সমতুল্য সনদ পেতে হলে উক্ত সনদ দুটি থাকাও জরুরি। (Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan 2025)

পাকিস্তানের দীনি মাদরাসাসমূহের জন্য সরকারি স্বতন্ত্র নিবন্ধন নীতিমালা রয়েছে, যা 'পাকিস্তান মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড (PMEB) অর্ডিন্যান্স- ২০০১' আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সনদপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মাদরাসা নিবন্ধিত হতে হয় (Imam Tirmidhi Institute 2025)।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ দুটি মাদরাসা–দারুল উলূম করাচি ও জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর-এর নিজস্ব সনদ মরহুম জিয়াউল হকের আমল থেকে সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে (Imam Tirmidhi Institute 2025)।

পাকিস্তানের আরেকটি প্রসিদ্ধ কওমি মাদরাসা 'জামিয়াতুর রশীদ' পরিদর্শনের সুযোগও আমাদের হয়েছে।

সেখানে শিক্ষার্থীদের দাওরায়ে হাদীসের সনদ পাকিস্তান বেফাকুল মাদারিসের অধীনে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

পাশাপাশি 'আল-গাযালী ইউনিভার্সিটি' নামে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল কর্তৃক পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে, যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জামিয়াতুর রশীদের শিক্ষার্থীগণ তাখাসসুস সমাপনীর পর এমফিল সমমানের সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন এবং পরবর্তী আরও উচ্চতর পড়াশোনার সুযোগও পান।

শুধু তাই নয়, তাদের তিন বছর মেয়াদি ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র তাখাসসুস রয়েছে।

জামিয়াতুর রশীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'করাচি ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সায়েন্স' (KIMS) এর করাচি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এফিলিয়েশন রয়েছে।

তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিকহুল মুআমালাত বিভাগের ছাত্রদের তিন বছর তাখাসসুসের পাশাপাশি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এম.বি.এ করানো হয়।

পাকিস্তানের আরেকটি প্রসিদ্ধ কওমি মাদরাসা জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বানূরী টাউন।

সেখানেও দরসে নেযামীর নিয়মতান্ত্রিক পাঠ শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের 'বানূরী এডুকেশন সিস্টেম' এর অধীনে মেট্রিক পর্যায় পর্যন্ত জাগতিক শিক্ষায় পাঠদান করা হয়।

পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দীনি শিক্ষাও প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, 'বানূরী এডুকেশন সিস্টেম' এর সিলেবাস কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত।

মেট্রিক সমাপনের পর শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া কর্তৃক নিবন্ধিত দরসে নেযামীর আট বছরের সিলেবাস।

এই সিলেবাস সমাপনের পর পাকিস্তান বেফাকের পক্ষ থেকে 'আলামিয়া' (এম.এ. সমমান) সনদ প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি নারীদের জন্যও রয়েছে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষাসহ তাদের বেফাকুল মাদারিসের সিলেবাস অনুযায়ী দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

এছাড়াও নারীদের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষা ভবন এবং যাতায়াতের জন্য ট্রান্সপোর্ট সুবিধা (Jamiatul Uloomil Islamiyyah Banuri Town 2025)।

সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে এমন একাধিক উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ হয়েছে, যারা কওমি মাদরাসা থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করার পর করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদসহ দেশটির শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পিএইচ.ডি বা সমমানের ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এই সকল আলেম পরবর্তীতে কওমি মাদরাসাগুলোর দারুল ইফতা ও অন্যান্য উচ্চতর বিভাগে শিক্ষকতা ও গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন। পাশাপাশি, তারা শরিয়াহ পরামর্শক হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বিচার বিভাগেএবং অন্যান্য পেশাগত খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

বাংলাদেশেও কওমি মাদরাসা থেকে ফারেগ অনেক আলেম রয়েছেন, যারা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষাও সম্পন্ন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এটি তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফসল; কওমি মাদরাসা ব্যবস্থার আওতায় এ ধরণের উচ্চশিক্ষায় উত্তরণের কোনো নির্ধারিত কাঠামো বর্তমানে বিদ্যমান নেই। ফলস্বরূপ, উচ্চশিক্ষার এই ধারা এখনও কওমি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ হিসেবে গৃহীত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে একটি সুসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট, যার মাধ্যমে কওমি শিক্ষার্থীরা মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করে একটি স্বীকৃত ও সমন্বিত পথে উচ্চশিক্ষার পরিবেশে অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন।

ভারতের প্রেক্ষাপট

ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ১৪ বছরের শিক্ষা সিলেবাস দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ছয় বছর মেয়াদি ইবতিদায়ী। এই অংশে শিক্ষার্থীদের জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষাও প্রদান করা হয়। জাগতিক শিক্ষা যেমন–হিন্দি, ফার্সি, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

আর পরবর্তী ৮ বছর দরসে নেযামীর মূল সিলেবাস, যাকে 'ফাযিল কোর্স' বলা হয়। এই স্তরে দীনি শিক্ষাই মূল।

'ফাযিল কোর্সের' প্রথম চার বছর–আরবি ব্যাকরণ, আরবি সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, কুরআন তরজমা, সমাজ, ভূগোল, ইতিহাস, সীরাত, ফিকহ ও হাদীসের প্রাথমিক পাঠ, হস্তলিপি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

পরবর্তী চার বছর–ফিকহ, উসূলে ফিকহ, হাদীস, উসূলে হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, আরবি সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সীরাত ও ইতিহাস, আকিদা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

'ফাযিল কোর্সের' শেষ বছরকে দাওরায়ে হাদীস বলা হয়। এতে হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের পাশাপাশি মুয়াত্তা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, তহাবী, শামায়েল তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসের কিতাবও ব্যাখ্যামূলক পাঠদান করা হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের দাওরায়ে হাদীসের সনদ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দূ বিশ্ববিদ্যালয় হায়দারাবাদ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় নয়াদিল্লি, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিএ' সমমান বলে বিবেচিত হয়।

'ফাযিল কোর্স' শেষে আরও উচ্চতর বিশেষায়িত পড়াশোনা তথা তাখাসসুস বা তাকমীলাত ও দারুল উলূম দেওবন্দের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এতে–তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উলূমে ইসলামি, খতমে নুবুওয়াত, ফিরাকে বাতিলা, আরবি সাহিত্য, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে।

এর বাইরে শিক্ষার্থীদের স্কিল ডেভলপমেন্টের অংশ হিসেবে এক বছর মেয়াদি হস্তলিপি প্রশিক্ষণ এবং এক বছর মেয়াদি সেলাই প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থাও রয়েছে (Qāsimī 2016, 218–245)।

আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপট

আফগানিস্তানেও কওমি মাদরাসার শিক্ষাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গত ২০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে দেশটির উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ঘোষণানুযায়ী:

১. যে সকল মাদরাসা শিক্ষার্থী ৬ (ছয়) বছর মেয়াদি ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করবে, তাদেরকে সরকারিভাবে উচ্চবিদ্যালয় ডিপ্লোমার সমমানের সনদ প্রদান করা হবে।

২. ৮ (আট) বছর মেয়াদি মাদরাসা শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এবং ১১ (এগারো) বছর মেয়াদি ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্নকারী এবং নির্ধারিত মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান প্রদান করা হবে (RFE/RL's Radio Azadi and Siddique, 2024, N.P)।

এই সিদ্ধান্ত আফগানিস্তানের ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং ধর্মীয় ও প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে এক ধরনের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে, যা আফগানিস্তানে জ্ঞানচর্চার গতিপথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে কওমি মাদরাসার সিলেবাস আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ-এর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত (১৪৪৫/১৪৪৬ হি.) অনুযায়ী ছেলেদের জন্য ১৬ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। ছেলেদের সিলেবাস ৬ স্তরে বিভক্তঃ

১. ইবতিদাইয়্যাহ / প্রাথমিক। মেয়াদঃ ৬ বছর (প্রাক-প্রাথমিকসহ ৫ম শ্রেণি সমমান)।

২. মুতাওয়াসসিতা / নিম্নমাধ্যমিক। মেয়াদঃ ৩ বছর (৮ম শ্রেণি সমমান)।

৩. সানাবিয়্যা / মাধ্যমিক। মেয়াদঃ ২ বছর (এস.এস.সি. / দাখিল সমমান)।

৪. সানাবিয়া উলইয়া / উচ্চমাধ্যমিক। মেয়াদঃ ২ বছর (এইচ.এস.সি / আলিম সমমান)।

৫. ফযীলত / স্নাতক। মেয়াদঃ ২ বছর (বি.এ. / ডিগ্রি / ফাযিল সমমান)।

৬. দাওরায়ে হাদীস / স্নাতকোত্তর। মেয়াদঃ ১ বছর (এম.এ. / কামিল সমমান)।

মেয়েদের সিলেবাস ৫ স্তরে বিভক্তঃ

১. ইবতিদাইয়্যাহ / প্রাথমিক। মেয়াদঃ ৬ বছর (প্রাক-প্রাথমিকসহ ৫ম শ্রেণি সমমান)।

২. মুতাওয়াসসিতা / নিম্নমাধ্যমিক। মেয়াদঃ ৩ বছর (৮ম শ্রেণি সমমান)।

৩. সানাবিয়্যা / মাধ্যমিক। মেয়াদঃ ২ বছর (এস.এস.সি. / দাখিল সমমান)।

৪. ফযীলত / স্নাতক। মেয়াদঃ ২ বছর (বি.এ. / ডিগ্রি / ফাযিল সমমান)।

৫. দাওরায়ে হাদীস / স্নাতকোত্তর। মেয়াদঃ ১ বছর (এম.এ. / কামিল সমমান) (Al-Haiatul Ulya 2024)।

আল-হাইআতুল উলয়া-র প্রস্তাবিত এই সিলেবাস নিঃসন্দেহে এপর্যন্ত কওমি মাদরাসার রচিত সিলেবাসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও গঠনমূলক।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক শ্রেণীবিন্যাস অন্যান্য স্বীকৃত সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দীনি বিষয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জাগতিক বিষয়সমূহও স্থান পেয়েছে।

তবে অন্যান্য দেশের কওমি মাদরাসার সিলেবাস এবং বাস্তবতা বিবেচনায় একে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে।

যথা–বর্তমানে দেশের অধিকাংশ মাদরাসায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান করা হয়ে থাকে।

এই সিলেবাসে নাহবে মীর জামাত তথা সপ্তম শ্রেণিতে ইংরেজি ও অংক, কাফিয়া জামাত তথা দশম শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি এবং শরহে বেকায়া জামাতে ইতিহাস

ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সিলেবাসে থাকলেও কেন্দ্রীয় পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বেফাকভুক্ত অধিকাংশ মাদরাসায় পাঠ্যতালিকা থেকেই এ বিষয়গুলো কার্যত বাদ পড়ে গেছে কিংবা অবহেলিত। ফলে বিদ্যমান সিলেবাস থেকে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ফায়দা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না (Befaqul Madarisil Arabia Bangladesh 2025)।

আল-হাইআতুল উলয়া-র প্রস্তাবিত নতুন সিলেবাসেও প্রাইমারি থেকে সানাবিয়্যাহ আম্মাহ ২য় বর্ষ (১০ম শ্রেণি / কাফিয়া) পর্যন্ত (মোট ১১ বছর) নেসাবে জাগতিক বিষয় ও দরসে নেযামী–দুটিকে সমন্বয় করা হয়েছে।

তবে এই সমন্বিত নেসাবেও বেশ কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যথা–

১. উক্ত সিলেবাসে জাগতিক শিক্ষাকে দরসে নেযামীর সাথে প্রায় দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত সমন্বয় করে রাখা হয়েছে। অন্যান্য দেশে দরসে নেযামীর আগেই জাগতিক শিক্ষার বুনিয়াদি বিষয়গুলোর পাঠ শেষ হয়ে যায়। দুটিকে একত্রে রাখা সঠিক নয় বলে অনেকেই মনে করেন। কারণ, এতে একই সময়ে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সমানভাবে মনোযোগ প্রদান করা শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। কওমি মাদরাসার অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মতে, এতে হয় জাগতিক শিক্ষাগুলো প্রয়োজনের তুলনায় কম গুরুত্ব পাচ্ছে, কিংবা জাগতিক শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দরসে নেযামীর মূল পাঠ ব্যাহত হচ্ছে।

২. জাগতিক শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যেমন, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে শুধু বাংলা ও ইংরেজি বই রাখা হয়েছে; গণিত ও বিজ্ঞান নেই। আদতে ৪র্থ শ্রেণির পর থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো বই নেসাবে নেই। এটি একটি দৃশ্যমান সমন্বয়হীনতা। এ ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তানের মতো আল-হাইআতুল উলয়া-র প্রস্তাবিত ১৬ বছরের নেসাবকে দুই অংশে বিভক্ত করে ৮ বছর জাগতিক শিক্ষা ও ৮ বছর দরসে নেযামির পাঠে ভাগ করা যেতে পারে। জাগতিক শিক্ষার অংশকে এস.এস.সি. পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

৩. বাংলাদেশে কওমি মাদরাসার সিলেবাসে দাওরায়ে হাদীস ব্যতীত অন্যান্য মারহালা এখনো সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয়। অথচ পাকিস্তানে প্রাইমারি থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত প্রতিটি স্তর সরকারিভাবে স্বীকৃত। এর ফলে তাদের জন্য উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা ও কর্মজগতের দুয়ার যতটা উন্মুক্ত, আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য ততটাই অবরুদ্ধ।

সুতরাং, উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে পার্শ্ববর্তী দেশের অভিন্ন ধারার মাদরাসাসমূহের সিলেবাস ও তাদের স্বীকৃতির পদ্ধতি গবেষণা করে বাংলাদেশে কওমি মাদরাসাসমূহের সিলেবাস উন্নয়ন ও সনদের কার্যকর স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলে, সেটি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হবে।

প্রস্তাবনা

উপরের আলোচনা ও পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কওমি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ প্রদান এবং বিদ্যমান সনদের স্বীকৃতির ফলপ্রসূ কার্যকারিতার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা পেশ করা হলোঃ

- **সিলেবাস সংক্রান্ত প্রস্তাবনা**

বলার অপেক্ষা রাখে না, সনদকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কওমি মাদরাসার সিলেবাসে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

এক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. কর্তৃক প্রস্তাবিত নেসাব, দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের প্রথম নেসাব এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশের কওমি মাদরাসার অভিজ্ঞতার আলোকে সিলেবাস সংক্রান্ত কিছু জরুরি প্রস্তাবনা পেশ করা হলো।

এ কথা সত্য যে, সিলেবাস সংক্রান্ত আলোচনা-প্রস্তাবনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ আলেমদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিশন গঠনের বিকল্প নেই।

- **জাগতিক শিক্ষা এবং দরসে নেযামী দুটি আলাদা করা**

জাগতিক শিক্ষা ও দরসে নেযামী দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে পরিচালিত হবে।

প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে জাগতিক শিক্ষা থাকবে।

এরপর স্বতন্ত্র পর্যায়ে যখন দরসে নেযামীর মূল পাঠ শুরু হবে, সেখানে জাগতিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, কিংবা থাকলেও গৌণ থাকবে।

যারা দরসে নেযামীর মূল পাঠে অংশগ্রহণ করবে না, তাদের জন্য সেই পথও খোলা থাকবে।

এতে কেউ যদি স্কুল-কলেজে চলে যায়, তবুও তাদের মাঝে দীনের বুনিয়াদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. প্রণীত সিলেবাসে উক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মাদানী রহ. প্রণীত ১৬ বছরের নেসাবটি স্বতন্ত্র তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা:

১. ইবতিদাইয়্যাহ (৩ বছর)

২. সানাবিয়্যাহ (৫ বছর)

৩. আলিয়া (৮ বছর)

প্রথম দুটি স্তরে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং এই দুই স্তর শেষে কোনো শিক্ষার্থী যথাক্রমে স্কুল বা কলেজে যেতে চাইলে স্বচ্ছন্দ্যে যেতে পারবে।

আর ৮ বছর মেয়াদী 'আলিয়া' স্তর শুধুমাত্র দীনি শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত থাকবে।

বাংলা ও আসাম অঞ্চলের জন্য প্রণীত উক্ত সিলেবাসে মোট ৫টি ভাষা শিক্ষাকে

আবশ্যক করা হয়েছে:

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা, কুরআন-হাদীসের ভাষা হিসেবে আরবি, এবং পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ উর্দু, ইংরেজি এবং ফারসি ভাষা।

তবে সময়ের প্রয়োজন বিবেচনায় ফারসির চেয়ে ইংরেজি ভাষার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (Madanī 1446AH, 55-57)।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম করাচির সিলেবাসেও জাগতিক শিক্ষা ও দীনি শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়েছে, যা পূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কওমি মাদরাসার সিলেবাসে জাগতিক শিক্ষা ও দীনি শিক্ষা দুটি সমন্বয় করা হয়েছে।

তবে এ দুটি ধারাকে আরও সুশৃঙ্খলভাবে পুনর্গঠনের সুযোগ আছে। সে লক্ষ্যে আল-হাইয়াতুল উলয়ার প্রস্তাবিত ১৬ বছরের নেসাবকে দুই অংশে বিভক্ত করে প্রথম ৮ বছরে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষাও পরবর্তী ৮ বছর দীনি শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত করা যেতে পারে।

প্রথম অংশে দীনি শিক্ষা প্রয়োজন পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং জাগতিক শিক্ষার তুলনায় কিছুটা গৌণ থাকবে।

এ সময়ে সরাসরি স্কুল থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি এ সময় ইংরেজি ভাষার উপরও বিশেষ পাঠের আয়োজন রাখা উচিত। আর পরবর্তী ৮ বছরে দীনি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষার বিষয়টি গৌণ রাখা হবে।

- **জাগতিক শিক্ষার অংশটি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া**

এর তিনটি পদ্ধতি হতে পারে।

ক. সরাসরি স্কুলের সিলেবাসকে মূল রেখে প্রয়োজনীয় কিছু দীনি বিষয় সিলেবাসে যুক্ত করে কওমি মাদরাসার ৬টি বোর্ড সম্মিলিতভাবে একটি জাতীয় কওমি সিলেবাস প্রণয়ন করবে। যেমনটি পাকিস্তান বেফাকুল মাদারিসের সিলেবাসে করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীগণ যাবতীয় শিক্ষা মাদরাসায় গ্রহণ করবেন। কিন্তু পরীক্ষা হবে স্বীকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের অধীনে।

খ. অথবা আল হাইয়াতুল উলয়া এর জন্য স্বতন্ত্র নেসাব প্রণয়ন করবে। তবে অবশ্যই আল হাইয়াতুল উলয়ার অধীন ছয় বোর্ডকে কওমি মাদরাসার জন্য সরকারি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস.এস.সি.) পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাধারণ ৯টি বোর্ডের মতো (যেমন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা, কুমিল্লা ইত্যাদি) স্বীকৃত বোর্ড হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং তারাই এস.এস.সি.-র সনদ প্রদান করবে।

গ. অথবা এই স্তরে আল হাইয়াতুল উলয়া যে সিলেবাস প্রণয়ন করবে, তা এস.এস.সি. সমমানের সিলেবাস হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা স্বীকৃতি প্রদান করবে। এর পরবর্তীতে যেভাবে বর্তমানে আছে, সেভাবেই শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ মাদরাসার অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। মাদরাসা তাদেরকে সনদ প্রদান করার পর, শিক্ষার্থীগণ নির্ধারিত ফি দিয়ে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড থেকে এস.এস.সি. সমমানের সনদ তুলতে পারবেন।

সম্প্রতি ১১/৩/২০২৪ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা একটি ঘোষণায় জানিয়েছে, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত ও পরিচালিত Higher Education Test (HET) কোর্সটি এইচ.এস.সি. সমমান বলে বিবেচিত হবে।

তাই তারা চাইলে নির্ধারিত ফি দিয়ে ঢাকা বোর্ড থেকে সমমান সনদ তুলতে পারবে (Dhaka Education Board 2025)।

আমাদের দৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রস্তাবনা অধিক উপযোগী।

সুতরাং কওমি মাদরাসার কারিকুলামকে সানাবিয়্যাহ/মাধ্যমিক (কাফিয়া জামাত) পর্যন্ত পুনঃবিন্যাস করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ঢাকা থেকে এর এস.এস.সি. সমমান স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

এরপর শিক্ষার্থীগণ চাইলে যথারীতি নির্ধারিত ফি দিয়ে ঢাকা বোর্ড থেকে সমমান সনদ তুলতে পারবেন।

এস.এস.সি. এর পর থেকে মূল দরসে নেযামী পর্ব শুরু হবে। এখানে মৌলিকভাবে তিনটি পর্ব থাকবে–

ক. এইচ.এস.সি.,

খ. স্নাতক এবং

গ. স্নাতকোত্তর স্তর।

উক্ত তিনটি স্তরের কারিকুলাম পুনঃবিন্যাস করতে হবে। এ পর্বে পুরোপুরি দরসে নেযামীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। জাগতিক শিক্ষা থাকবে না; থাকলেও গৌণ থাকবে। পাকিস্তানের কওমি মাদরাসাসমূহ তাদের এ পর্বের দরসে নেযামীকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তা বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। শাইখুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর প্রস্তাবিত নেসাব থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় (Ibid)।

- **দাওরায়ে হাদীসকে আরো মানসম্মত রূপে গড়ে তোলা**

হাদীসের কিতাবসমূহের পাঠদান আরও উন্নত ও সুচারু রূপে করার লক্ষ্যে দাওরায়ে হাদীস অন্তত ২ বছর করা এবং সেভাবে নেসাবের মাঝে সমন্বয় করা।

সেই সাথে দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী প্রত্যেক ছাত্রের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণাপত্র লেখা বাধ্যতামূলক করা। যেমনটি দারুল উলূম করাচিতে

রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের মাস্টার্স সমমান আরও উন্নত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

মাদানী রহ. প্রণীত সিলেবাসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

উক্ত সিলেবাসে হাদীসের কিতাবসমূহকে দুই বছরে ভাগ করে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাশাপাশি আরবী প্রবন্ধ লেখার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (Madanī 1446 AH, 83–84)।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর-এর সর্বপ্রথম সিলেবাসেও হাদীসের কিতাবসমূহ তিন বছরে ভাগ করার প্রস্তাব রয়েছে।

উল্লেখ্য, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের সেই সিলেবাসে দাওরায়ে হাদীসে ‘আদ্দুররুল মুখতার’ কিতাবের মতো উচ্চতর ফিকহ গ্রন্থও সিলেবাসভুক্ত ছিল (Kandhlavī 1446 AH, 99)।

- **সিলেবাস আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা**

কওমি মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করতে সিলেবাসে আরও কিছু বিষয় সংযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

সমকালীন বাস্তবতার আলোকে অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সায়েন্স, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এসব বিষয়ে পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়োগ নিশ্চিত করা উচিত।

যদিও বর্তমান সিলেবাসে কিছু বিষয় আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবু তা পরিমাণ ও গভীরতার দিক থেকে পর্যাপ্ত নয়।

মাধ্যমিক স্তরের পর থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত, যাতে তারা ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের অন্যান্য ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেও গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। বক্তৃতা, বিতর্ক, টকশো ইত্যাদি কার্যক্রম সিলেবাসের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশিও জ্ঞান প্রকাশে পারদর্শী হয়ে উঠবে।

স্বাস্থ্য-সচেতনতাকে শিক্ষা কারিকুলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও আত্মরক্ষার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যায়াম, প্যারেড এবং মার্শাল আর্টের মতো প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা যেতে পারে, যা বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

উপরোক্ত সকল বিষয় শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. প্রণীত কওমি শিক্ষা সিলেবাসে গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৬ বছর মেয়াদি এই নেসাবে মোট ৪০টি বিষয়ে/শাস্ত্রে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইংরেজিসহ ০৫টি একাডেমিক ভাষা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিলেবাসে মাধ্যমিক স্তরের পর থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য এক বা

একাধিক কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

একইভাবে বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদিও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেবাসভুক্ত করা হয়। তদুপরি, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা ও আত্মরক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্যারেড ও মার্শাল আর্টের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল (Madanī 1446 AH, 55–84)।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার কওমি মাদরাসাসমূহের জন্য প্রণীত উক্ত সিলেবাসে শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তা আজকের সময়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সমধিক গুরুত্বারোপের দাবিদার।

- **কওমি শিক্ষা কমিশন গঠন**

প্রস্তাবিত সিলেবাস প্রণয়নের জন্য আল-হাইয়াতুল উলয়ার অধীনে অনতিবিলম্বে একটি উচ্চতর ‘কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন’ গঠন করা যেতে পারে। কওমি মাদরাসার প্রকৃত শিক্ষাবিদ ও গবেষক আলেমগণ এই কমিশনের সদস্য হবেন। তাদের সমন্বয়ে দ্রুততম সময়ে পুরো সিলেবাস কাঠামো তৈরি করা হবে।

এক্ষেত্রে পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিস ও দারুল উলূম করাচী, জামিয়াতুর রশীদ ইত্যাদি কওমি মাদরাসার অনুশীলন বিশেষ বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

পাশাপাশি শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. প্রণীত সিলেবাসকে চিন্তার খোরাক হিসেবে নেওয়া উচিত।

প্রতি তিন বছর পরপর উক্ত কমিশন সিলেবাস নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন করবে।

মাদানী রহ. তার প্রণীত সিলেবাসের ক্ষেত্রেও এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন (Madanī 1446AH, 60)।

সনদসংক্রান্ত প্রস্তাবনা

- **উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্বীকৃতি ও সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি**

ক. কওমি মাদরাসার দরসে নেযামী পর্বের উচ্চমাধ্যমিক (সানাবিয়া উলইয়া / সানাবিয়া খাসসাহ / শরহে বেকায়া) স্তরের কারিকুলামকে এইচ.এস.সি. সমমান হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা থেকে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরের মতো নির্ধারিত ফি দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমমান সনদ প্রাপ্তির ব্যবস্থাও থাকবে ঢাকা বোর্ড থেকে।

খ. অথবা আল-হাইআতুল উলয়ার অধীন ছয় বোর্ড থেকেই এস.এস.সি. র মত এইচ.এস.সি. রও সনদ প্রদান করা হবে।

- **স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের স্বীকৃতি ও সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি**

কওমি মাদরাসার ফযীলত ও তাকমিল-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে যথাক্রমে

স্নাতক (অনার্স) ও স্নাতকোত্তর (এম.এ.) স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এর জন্য চারটি সম্ভাব্য সমাধান রয়েছে:

ক. আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ-এর অধীনে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ কওমি বিশ্ববিদ্যালয় (Bangladesh Qawmi University) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বীকৃত হবে। দারুল উলূম দেওবন্দ-এর ০৮টি মূলনীতিই[২] হবে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ কওমি

[২] . উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দ্বীনী মারকাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত দারুল উলূম দেওবন্দ পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আট দফা মূলনীতি প্রণীত ও গৃহীত হয়েছিল এবং যা উছুলে হাশতগানা নামে পরিচিত। উক্ত আট দফা মূলনীতি সংক্ষেপে-

১.মাদ্রাসার আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে । নিজে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবেন এবং অন্যান্যদের দ্বারাও চেষ্টা চালাবেন। মাদ্রাসার হিতাকাংখীগণকেও এ কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে।

২.ছাত্রদের খাওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে বরং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে মাদ্রাসা হিতাকাংখীগণকে সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ।

৩.মাদ্রাসার পরামর্শদাতাগণকে (কর্তৃপক্ষকে) সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মাদ্রাসার পরিচালনা ব্যবস্থা সুন্দর, সুখ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়। নিজের মতকে ঠিক রাখার জন্য যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়। আল্লাহ না করুন, যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে- আপন মতের বিপরীত মত গ্রহণ বা পরামর্শ গ্রহণের মত সহনশীলতা পরামর্শদাতাগণের থাকবে না, তখন এ মাদ্রাসার বুনিয়াদ টলমল হয়ে পড়বে ।

মোট কথাঅন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পরামর্শ দেবার সময় এবং তার আগে পরেও মাদ্রাসার সুব্যবস্থা ও সুশৃংখলার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে । আর কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি যেন না হয় যেন পরামর্শদাতাগণ মতামত প্রকাশে কোন প্রকার দ্বিধাগ্রস্থ না হয়ে পড়েন। আর উপস্থিত শ্রোতাগণও যেন তা ধৈর্য ও নেক নিয়্যতের সাথে শ্রবণ করেন ।

অর্থাৎ এরূপ খেয়াল রাখতে হবে যে অন্যের কথা যদি বুঝে আসে- তা আমাদের মতের বিপরীতই হউক না কেন- অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মেনে নিব ।

এবং এ কারণেও এটা জরুরী যে, মুহতামিম সাহেব সর্বদা পরামর্শ সাপেক্ষে কার্যাবলীর ব্যাপারে যোগ্য পরামর্শদাতাদের থেকে অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ করবেন, তাঁরা মাদ্রাসার নিয়মিত পরামর্শদাতা হ'ন অথবা ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং মাদ্রাসার হিতাকাংখী কোন আগন্তুকই হন। এবং এ কারণেও জরুরী যে, যদি ঘটনাক্রমে কোন কারণে পরামর্শদাতাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ না ঘটে এবং যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তখন কেউ শুধু এ অজুহাতে যেন অসন্তুষ্ট না হন যে, আমাকে কেন জিজ্ঞেস করা হ'ল না। অবশ্য মুহতামিম সাহেব যদি কাউকেই জিজ্ঞেস করে না থাকেন তখন অবশ্য পরামর্শদাতাগণ আপত্তি তুলতে পারেন।

৪.মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের সমমনা হওয়া একান্ত আবশ্যক যেন দুনিয়াদার আলেমদের ন্যায় অহংকারী এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্নকারী না হন । আল্লাহ না করুন যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন এ মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে ।

৫.পূর্ব নির্ধারিত দরস বা পরে পরামর্শক্রমে যা স্থির হয়, যথা সময়ে তা সমাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ এ মাদ্রাসা জমে উঠবেনা, উঠলেও তা অর্থহীন হবে ।

৬.যে পর্যন্ত এ মাদ্রাসার আয়ের কোন নিশ্চিত উপায় অবলম্বিত না হবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল থাকলে ইনশা আল্লাহ সে পর্যন্ত এ মাদ্রাসা এভাবেই চলতে থাকবে। আর যদি আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, যেমন- জায়গীর (জায়গা জমি, জমিদারী) বা কারখানা, তেজারত বা কোন নির্ভরযোগ্য ধনী ব্যক্তির অলংঘনীয় ওয়াদা, তখন মনে হয় যে, যে আশা ও ভীতি আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার পুজি তা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং গায়েবী মদদ বন্ধ হয়ে যাবে। আর পরিচালকদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হবে ।

৭. সরকার এবং বিত্তবানদের অংশগ্রহণও অত্যধিক ক্ষতিকর মনে হচ্ছে।

৮.ঐ সকল লোকদের চাঁদা বরকতময় মনে হচ্ছে, যাঁরা নামের আশায় চাঁদা প্রদান করেন না। মোট কথা চাঁদাদাতাদের নেক নিয়্যতই প্রতিষ্ঠান অধিক স্থায়ী হবার পূজি বলে মনে করি ।

বিশ্ববিদ্যালয়'-এর মূলনীতি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ ইস্যু করা হবে।

খ. দেশের বৃহৎ কোনো একটি কওমি মাদরাসাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (University Grants Commission of Bangladesh) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা। এরপর সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (অনার্স) ও স্নাতকোত্তর (এম.এ.) স্তরের সনদ ইস্যু করা। যেমন, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা বা অন্য কোনো মাদরাসা।

গ. বিদ্যমান কোনো ইসলামী ইউনিভার্সিটির অধীনে উক্ত সনদ দুটি ইস্যু করা।

যেমন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া–কোনো একটির অধীন উক্ত সনদ দুটি ইস্যু করা হবে।

তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আইন অনুসারে কওমি মাদরাসার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। যে আইনে দাওরায়ে হাদীস (তাকমিল)-কে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান দেওয়া হয়েছে, সেই আইনেই এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

ঘ. সরাসরি যেভাবে দাওরায়ে হাদীস / তাকমিল-কে ইসলামিক স্টাডিজ ও অ্যারাবিক সাবজেক্টে মাস্টার্স সমমান দেওয়া হয়েছে, সেভাবে গেজেট ইস্যু করে ফযীলত-কে উক্ত বিষয়ে স্নাতক / অনার্স এর সমমান ঘোষণা করা হবে।

এরপর কওমি মাদরাসা বোর্ড ফযীলতের যে সনদ ইস্যু করে, আল-হাইআতুল উলয়া তাকমিলে যে সনদ ইস্যু করে–

উক্ত দুটি সনদের যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্স এর 'সমমান লেটার' (The Equivalence Letter) সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইস্যু করবে, যেমনটি পাকিস্তানে আছে। অথবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইসলামী কোনো ইউনিভার্সিটিকেই ইস্যুর ক্ষমতা প্রদান করবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবনাসমূহের মাঝে শেষোক্ত প্রস্তাবনাটি তুলনামূলক সহজ ও দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য।

- **উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি**

পূর্বোক্ত প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করে কওমি সনদধারীদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স, এমফিল এবং পিএইচডি করার সুযোগ প্রদান করা।

এছাড়া, দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত), জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা ইউনিভার্সিটি, আল-আযহার (মিসর) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সহজে শিক্ষাবৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য মুয়াদালা (Equation)-এর বিকল্প নেই। বিভিন্ন কওমি মাদরাসা নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সিলেবাস ও কারিকুলাম আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে সমঝোতা করা সম্ভব।

(উৎস: https://darululoom-deoband.com/ur/?page_id=32)

এটা হতে পারে–হাদীস, কুরআন, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদি অনুষদে তাদেরকে দ্বিতীয়বার মাস্টার্স করার সুযোগ দেওয়া।

এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে জোরদার কূটনৈতিক তৎপরতার বিকল্প নেই।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সামগ্রিক নৈতিকতা উন্নয়নে কওমি আলেমদেরকে তাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। যেমন: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সরকারি মসজিদ, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইমাম, খতিব, কাজী এবং স্কুল ও অন্যান্য সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক পদ ইত্যাদি উপযুক্ত সকল ক্ষেত্রে কওমি সনদধারীদের নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

এছাড়া এনটিআরসি ও বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগও তাদের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতি ও আমাদের প্রস্তাবনা

উপরোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ কেবল একটি কাঠামোগত সংস্কারের খসড়া নয়, বরং কওমি মাদরাসা শিক্ষার আত্মপরিচয় ও অগ্রগতির সংবেদনশীল সংলাপ। একদিকে এখানে ঐতিহ্য ও আত্মমর্যাদার অবিচল নিষ্ঠা, অন্যদিকে সময়োপযোগী সংস্কার ও স্বীকৃতির সাহসী প্রয়াস। প্রস্তাবনায় দারুল উলূম দেওবন্দের ঐতিহাসিক আটটি মূলনীতিকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার নীতি– এ প্রস্তাবনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করেছে।

এ প্রস্তাবনার অন্তর্নিহিত দর্শন হচ্ছে– "পরিবর্তনের মাঝেও ঐতিহ্যের অনুরণন, এবং ঐতিহ্যের মাঝেও অগ্রগতির সম্ভাবনা।" জাগতিক ও দীনি শিক্ষাকে পৃথক দুই স্তরে বিভাজন, গবেষণাভিত্তিক দাওরায়ে হাদীস, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রস্বীকৃত সনদ– এসব পদক্ষেপ এক গভীর চিন্তার ফসল, যার লক্ষ্য কওমি শিক্ষার্থীদেরকে সময়ের দাবির উপযুক্ত, চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল আলেম হিসেবে গড়ে তোলা।

এই উদ্যোগ কওমি মাদরাসাকে রাষ্ট্রের অবহেলিত প্রান্ত থেকে মূলস্রোতের আলোচনায় তুলে আনার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। একই সাথে এটি একটি আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা যে, কওমি শিক্ষার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে থেকেই এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব। আমাদের উক্ত প্রস্তাবনাসমূহ কওমি শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে কেবল ত্বরান্বিতই করবে না, বরং দেওবন্দী ঐতিহ্যের নৈতিকতা, আত্মমর্যাদা ও দীপ্তিকে আরও ব্যাপকভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবে, ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

কওমি মাদরাসার শিক্ষা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা, যা ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রতি বছর কওমি মাদরাসা থেকে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী মাস্টার্স সমমান দাওরায়ে হাদীস (তাকমিল) পাশ করে বের হচ্ছেন। নিঃসন্দেহে তারা দেশের একটি সম্ভাবনাময় মেধাবী জনগোষ্ঠী। তবে দেশ ও জাতি বিনির্মাণে তাদের মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ, তাদের উক্ত শিক্ষার যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ২০১৭ সালে সর্বপ্রথম উক্ত দাওরায়ে হাদীস স্তরকে কেবল ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি বিষয়ে মাস্টার্স সমমান ঘোষণা করা হয়। এর পক্ষে স্বতন্ত্র গেজেটও পরবর্তীতে সংসদে আইন পাশ হয়। তবে দৃশ্যত কওমি শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষা ও যথাযোগ্য কর্মক্ষেত্রে উক্ত সমমান স্বীকৃতির বিশেষ কোনো সুফল পাচ্ছেন না।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ, বিশেষত ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে পরিচালিত অভিন্ন ধারার কওমি মাদরাসার শিক্ষা-পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে উন্নত এবং তাদের সনদের স্বীকৃতি সরকারি/বেসরকারি সকল পর্যায়ে যথারীতি মূল্যায়িত হয়ে থাকে। উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে এর সুফল তারা সহজেই পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে বিষয়টি সরেজমিনে দেখার সুযোগ হয়েছে।

বাংলাদেশের কওমি শিক্ষার্থীদেরকে দ্বীনের খেদমত এবং দেশ ও জাতি গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, অন্যান্য দেশের কওমি শিক্ষার মতো কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার মূল অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের শিক্ষার প্রাসঙ্গিক সিলেবাস কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার বিকল্প নেই।

এ ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য একটি উচ্চতর কওমি শিক্ষা কমিশন গঠন করা। এর অধীনে একটি সুদৃঢ় রিসার্চ ইউনিট গড়ে তোলা। পাকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশের অভিন্ন ধারার কওমি মাদরাসাসমূহের কারিকুলাম, সিলেবাস স্টাডি করে দেশের কওমি মাদরাসার জন্য একটি গঠনমূলক সিলেবাস রচনা করা। এ ক্ষেত্রে জাগতিক শিক্ষা ও দরসে নেযামী পৃথক রাখা খুব জরুরি। দরসে নেযামী শুরু করার আগেই এস.এস.সি. সমমানের পড়া শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া। এস.এস.সি.-এর সমমানও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া উচিত। এরপর দরসে নেযামীর মূল পর্ব শুরু হবে। সেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের যে সনদ মাদরাসা বোর্ড ও আল হাইআতুল উলয়া থেকেই স্বীকৃত হবে, সেটির যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্স এর সমমান সনদ (The Equivalence Letter) ইউজিসি বা ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কর্মক্ষেত্রে হিসেবে তাদের উপযুক্ত সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা। বিসিএস-এ উপযুক্ত বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করা। তবেই এই সম্ভাবনাময় বৃহৎ মেধাবী, আদর্শবান ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে দীন-ধর্ম যেমন আরও অধিক উপকৃত হবে, তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ায় তারা ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবে।

সর্বোপরি, কওমি সনদের যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা সমাজে আরও বৃহত্তর অবদান রাখার সুযোগ পাবেন।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Ahmad, Mumtaz. 2002. *Madrassa Education in Pakistan and Bangladesh*. Paper presented at the Conference on "Religion and Security in South Asia," Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, Hawaii. https://www.iiu.edu.pk/wp-content/uploads/downloads/ird/downloads/Madrassa-Education-in-Pakistan-and-Bangladesh.pdf.

al-Haiatul Ulya Lil-Jami'atil Qawmia Bangladesh. 2025. Accessed April 13, 2025. https://hems.alhaiatululya.org/

al-Haiatul Ulya Lil-Jamiatil Qawmia Bangladesh. 2024. *Qawmi Madrasasamuher Nisab-e-Ta'lim (Pathyakrom o Pathyasuchi).* Bangladesh: Al-Haiatul Ulya Lil-Jamiatil Qawmia.

al-Haiatul Ulya. 2025."1446 Hijri'r Dauraye Hadis Porikkhay Pas-er Har 85.48%".Facebook*,* April 13, 2025. https://www.facebook.com/share/p/1A685YUoQB/

al-Ḥasanī, ʿAbd al-Ḥayy. 1992. *Nuzhat al-Khawāṭir*. Vol. 6. Pakistan: Tayyib Academy.

al-Hasani, S. M. A., Ismail, A. R., Kazeemkayode, B., and D. A. Q. Elega. 2017. "Creating a Practicing Muslim: A Study of Qawmi Madrasah in Bangladesh." *British Journal of Education, Society & Behavioural Science* 20 (3): 1–9. Date accessed: March 5, 2025.

https://doi.org/10.9734/BJESBS/2017/30910

Anṣārī, Riḍā. 1973. *Bānī-yi Dars-e Niẓāmī*. Pakistan: Anṣārī Foundation.

Bangla Academy. 2003. *Practical Bengali Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy Press.

Befaqul Madarisil Arabia Bangladesh. 1443 AH. Accessed April 15, 2025.https://wifaqbd.org/admin/uploads/attach/679/attachment.pdf

Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka. 2025. "Higher Education Test (HET) Certificate Course এর এইচএসসি সমতুল্য সনদ প্রদান প্রসঙ্গে".Last modified March 11, 2024.https://dhakaeducationboard.portal.gov.bd/site/notices/

Dār al-ʿUlūm Deoband. 2025. Accessed April 1, 2025. https://darululoom-deoband.com/ur/?page_id=308.

Dār al-ʿUlūm Karachi. 2025. Accessed April 1, 2025.

Dār al-ʿUlūm Karachi. 2025. Accessed April 1, 2025.

Darul Uloom Deoband. 2025. Accessed April 1, 2025. https://darululoom-deoband.com/urduarticles/archives/680

Govt. Madrasah-E-Alia, Dhaka. 2025. Accessed April 15, 2025. https://www.dhkgovmalia.edu.bd/index.php?request=courses-kamil

https://darululoomkarachi.edu.pk/?page_id=6#YZDHXblD.

https://darululoomkarachi.edu.pk/?page_id=8.

https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/eshtehars/Mutawasita_Nisab_Letter_1444.jpg.

https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/NotificationLetters/2.pdf

Imam Tirmidhi Institute. 2025. Accessed April 2, 2025. https://imamtirmidhiinstitute.com

Jamiatul Uloomil Islamiyyah Banuri Town. 2025. Accessed April 22, 2025. https://www.banuri.edu.pk/page/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81-%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%DB%8C%DA%BA

Kandhlavī, Noorul Hasan Rashed. 1446 AH. *Darul Uloom Deobond aor Jamia Majahirul Uloom Saharanpur ka sab se pehla nesabe ta'lim.*Dhaka, Muassasa Ilmiyah Bangladesh.

Madanī, Hussain Ahmad. 1446 AH. *Nesābe Ta'līm.* Dhaka, Muassasa Ilmiyah Bangladesh.

Nu'mānī, Shiblī. 1955 [1375 AH]. *Maqālāt-i Shiblī Nu'mānī.* Vol. 3. Ā'zamgarh, Dār al-Muṣannifīn.

Qāsemī, Muḥammadullāh. 2016. *Dār al-ʿUlūm Deoband kī Jāmeʿ o Mukhtaṣar Tārīkh.* India: Shaykh al-Hind Academy.

RFE/RL's Radio Azadi and Siddique, Abubakar. 2024. "Madrasahs Go Mainstream: Taliban To Grant University Degrees To Religious Students In New Blow To Secular Education" *Radio Free Europe/Radio Liberty*, January 25. Accessed February 10, 2025. https://www.rferl.org/a/afghanistan-madrasahs-taliban-

Shahabuddin, Charza. 2025. "Future of Madrasa Education in Bangladesh: Between Competition, Integration and Modernisation. "*Language Education, Politics and Technology in South Asia*, 1st ed. 136-157. Date accessed: February 27, 2025. https://doi.org/10.4324/9781003491347.

University of Dhaka, Department of Islamic Studies. 2018. *Curriculum: Master of Arts (M.A.) in Islamic Studies,* Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh.https://ssl.du.ac.bd/fontView/images/syllabus/1620541878Master's%20Syllabus%20Croup-%20A%20&%20B.pdf

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. "Notification Equivalence of Deeni asnad with university degree." Accessed May 18, 2025.

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. Accessed May 18, 2025. https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/NotificationLetters/8.pdf

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. Accessed May 18, 2025. https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/NotificationLetters/3.pdf

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. Accessed May 18, 2025. https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/NotificationLetters/wifaq_asnad_infoNotificationLetter.pdf

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. *Mutawasita Nisab Letter 1444 Hijri*. Accessed April 2, 2025.

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. *Nisab-e-Taleem (Banat)*. Accessed April 2, 2025. https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/nisab/Nisab_Bnat.pdf.

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. *Nisab-e-Taleem (Banin)*. Accessed April 2, 2025. https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/nisab/NisabBnin.pdf.

Wifaqul Madaris al-Arabia, Pakistan. 2025. *Talimi marahel*. Accessed April 2, 2025 .https://www.wifaqulmadaris.org/downloads/WKTM.pdf .